৩০

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 7 1999 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪ ......

উইমেন ফর উইমেন ও নারীপক্ষের মতবনিমিয় সভা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে আচরণবিধি প্রণয়নের দাবি

কাগজ প্রতিবেদক : গতকাল দুটি নারী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য যথাযথ আচরণবিধি প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন।

শিশু একাডেমীর সম্মেলন কক্ষে উইমেন ফর উইমেন ও নারীপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, নারীনেত্রী, সমাজবিজ্ঞানী, এনজিও কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়।

সভায় আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢা.বির শিক্ষক ড. মোজাফফর আহমেদ, ড. ইমতিয়াজ আহমেদ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ড. রেহনুমা আহমেদ। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন, নারী নেত্রী মালেকা বেগম, অধ্যাপিকা শওকত আরা, ইসরাত শামীম, লতিফা আকন্দ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের জেন্ডার এডভাইজর ফারাহ কবীর, সেভ দ্য চিলড্রেনের আঞ্চলিক প্রতিনিধি রীনা সেন গুপ্তা, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সাদেকা হালিম, নারীপক্ষের নাসরিন হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এহসানি খানম, রূপা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাইদিয়া কামাল প্রমুখ।

ড. মোজাফফর আহমেদ বলেন, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির অভিযোগে বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ। তিনি বলেন, সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ গড়ার স্বার্থে এ অধ্যাদেশের পরিবর্তন করা দরকার।

ড. ইমতিয়াজ আহমেদ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ সব ধরনের অফিসেই যৌন নির্যাতন অভিযোগ সেল খোলা উচিত বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ছাত্রী-শিক্ষকের মধ্যে স্বেচ্ছায় দুজনের সম্মতিক্রমে কোনো ধরনের সম্পর্কেও সমর্থন করা উচিত নয়।

ড. রেহনুমা আহমেদ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য শুধু আচরণবিধি প্রণয়ন করলেই চলবে না তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নও করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় কিছু সচেতন মানুষ ছাড়া তেমনভাবে কেউ প্রতিবাদ করছে না। এ ঘটনায় পুরুষদের ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের ভূমিকাকে আড়াল করছে।

বক্তারা যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক, ছাত্র, আইনজ্ঞ, সক্রিয় নারী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণের তাগিদ দেন।